দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

AUG 09 2002

ইনকিলাব ঃ শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের সামনে গতকাল মতামত ব্যক্ত করতে আসেন সাবেক ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী (বামে) সাক্ষ্য প্রদান করেন হলের তৎকালীন প্রভোস্ট সুলতানা শফি (ডানে)

সাবেক ভিসি আজাদ চৌধুরীর সঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যানের মতবিনিময়

তদন্ত কমিশনে সাক্ষ্য প্রদান ❑ পুলিশ চাইনি– সুলতানা শফি

প্রভোস্টের নির্দেশেই হলে মহিলা পুলিশ ঢোকে– সহকারী প্রক্টর

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের সামনে গতকাল (বৃহস্পতিবার) সাক্ষ্য প্রদান করেছেন হলের তৎকালীন প্রভোস্ট সুলতানা শফি এবং দু'জন সহকারী প্রক্টর। এছাড়া কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী এবং শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। সাক্ষ্য প্রদান শেষে সাবেক প্রভোস্ট সুলতানা শফি সাংবাদিকদের জানান, তিনি কোন অবস্থাতেই পুলিশ চাননি। কিন্তু সহকারী প্রক্টর প্রফেসর নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ বলেছেন, প্রভোস্টের নির্দেশে মহিলা পুলিশ

২-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

তদন্ত কমিশনে সাক্ষ্য প্রদান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হলের ভেতরে ঢুকেছে। তিনি আরো জানান, ঘটনাস্থল ২৩৫ নং কক্ষে প্রবেশের পর তারা চার সহকারী প্রক্টরকে ছাত্রীরা করিডোরের দু'পাশ থেকে কক্ষ ঘেরাও করে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। তারা প্রায় তিন ঘন্টা অবরুদ্ধ ছিলেন।

তদন্ত কমিশনের অস্থায়ী কার্যালয় নায়েম-এ গতকাল অষ্টম দিনের মতো সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সিনিয়র সহকারী প্রক্টর ফাতেমা বেগম সকাল-বিকেল দু'দফার প্রায় সাড়ে ৩ ঘন্টা সাক্ষ্য দেন। এর আগে সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য সাবেক ভিসি প্রফেসর আজাদ চৌধুরী কমিশনের সামনে আসেন। এ সময় তার সাথে ছিলেন শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি প্রফেসর আবুল খায়ের ও সাধারণ সম্পাদক শরীফুল্লাহ ভূঁইয়া। প্রফেসর আজাদ চৌধুরী সাংবাদিকদের জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বিচারপতির সাথে মতবিনিময় হয়েছে। শামসুন্নাহার হলের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটা কাম্য নয়। অবশ্যই নিন্দনীয়। এ ব্যাপারে কারো সন্দেহ নেই । তিনি জানান, হলে পুলিশ ঢোকার ব্যাপারে অধ্যাদেশে বৈপরীত্য আছে। সরাসরি পুলিশ ঢোকার সুনির্দিষ্ট কোন আইন নেই। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে অনুমতি সাপেক্ষে ঢুকতে পারে। প্রফেসর আবুল খায়ের বলেন, তদন্তে সত্য ঘটনা বেরিয়ে আসুক এটাই চাই। তিনি জানান, প্রক্টরিয়াল বিধি যুগোপযোগী করা উচিত।

এদিকে গতকাল কমিশনের সামনে প্রথমবারের মত সাক্ষ্য প্রদান শেষে সুলতানা শফি জানান, হলের ওই রাতের ঘটনা সম্পর্কে তার সাক্ষ্য নেয়া হয়নি। বরং হলের প্রশাসনিক কাঠামো, কার্যক্রম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি সাংবাদিকদের জানান, অবশ্যই হলে সেই রাতে পুরুষ পুলিশ ঢুকেছে এবং লাঠিচার্জ করেছে। তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। পুলিশ বলেছে, উপরের নির্দেশ আছে পেটানোর জন্য। তিনি বলেন, আর একটু হলে লাঠি তার পিঠে লাগত। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সুলতানা শফি বলেন, 'সেখানে পুলিশকে চার্জ করার পরিস্থিতি ছিল না। আমি একজন সিঙ্গেল মানুষ। আমি কি পুরো পুলিশ ব্যাটালিয়নের সাথে ফাইট করব। আমি কি পুলিশের সাথে মারমারি করব?' তিনি জানান, কোন অবস্থাতেই তিনি পুলিশ চাননি। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা চেয়েছেন। 'কেন ২৩৫নং কক্ষে একবারের জন্যও গেলেন না'– এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি কেন ফ্লোরে ফ্লোরে যাব। এটি তো নিয়ম নয়। একজন প্রভোস্ট কি বহিরাগত আনতে রুমে রুমে যায়?' সুলতানা শফি আগামীকাল পুনরায় সাক্ষ্য দেবেন।

সহকারী প্রক্টর নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ জানান, সেই রাতে শামসুন্নাহার হলে যাওয়ার পর একপর্যায়ে প্রভোস্ট আমাদেরকে ছাত্রীদের ঘেরাও'র মধ্যে ফেলে ছাত্রীদের মধ্যে চলে যান। রাত ৯টা পর্যন্ত আমরা চারজন সহকারী প্রক্টর ছাত্রীদের ঘেরাও'র মধ্যে আটকা পড়ি। এরপর আমরা প্রভোস্টের শর্ত মোতাবেক সিনিয়র সহকারী প্রক্টর ফাতেমা বেগমকে ভেতরে রেখে বাইরে চলে আসি। রাত সাড়ে ৯টায় ফাতেমা বেগম হলের মূল গেইটের বাইরে আসতে সমর্থ হন। এদিকে প্রভোস্টের উপস্থিতিতে হলের ভেতরে মাইকযোগে ছাত্রীরা একত্রিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান দিচ্ছিল। আমরা এ সময় প্রভোস্টের সাথে বারবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করি, কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে বাইরে এসে কোন আলোচনা করতে রাজি হননি। এরপর প্রক্টরকে তার বাসায় পরিস্থিতি অবহিত করার পর রাত সাড়ে ১১টায় হল গেটে গেলে উপলব্ধি করি যে, হলের ভেতরের পরিস্থিতি বেশী উত্তেজনাকর। তখন ছাত্রীরা হলের ভেতর থেকে মাইকযোগে সময় বেঁধে দিচ্ছিল যে, ১৫ মিনিটের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে এবং সেই পরিস্থিতির জন্য তাদের দায়ী করা যাবে না। এ সময় কয়েকটি খালি রংয়ের কৌটা হলের ভেতর থেকে আমাদের লক্ষ্য করে ছোড়া হয়। রাত সাড়ে ১২টার দিকে তুমুল শোরগোল শুনতে পাই। তখন আমরা হলের মূল গেইটে ফিরে গিয়ে দেখি পুলিশ গেট ধাক্কাচ্ছে এবং একপর্যায়ে গেট খুলে ফেলে। তখন প্রভোস্ট তার অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রভোস্টকে হলের কোথায় মারামারি হচ্ছে তা দেখার জন্য বলা হলে তিনি বলেন, 'আপনারা যান, আমি যাব না।' আমরা বললাম, আপনি হলের প্রভোস্ট, আপনাকে ছাড়া আমরা কিভাবে যাব। তখন প্রভোস্ট মহিলা দেখিয়ে বললেন, ওরা সাথে যাবেন। প্রভোস্টের নির্দেশমত মহিলা পুলিশ হলের ভেতরের অংশে ঢুকল এবং সাথে আমরাও ঢুকলাম। এরপর ২৩৫নং কক্ষে গেলে আমরা ছাত্রীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ি। তখন লক্ষ্য করলাম, কয়েকজন ছাত্রী ক্যামেরা দিয়ে ফ্লাশসহকারে ছবি তুলছে। এসব ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে দৃশ্য ধারণের চেষ্টাও লক্ষ্য করলাম। রাত সাড়ে ৩টায় ব্যাপক হুটোপুটির আওয়াজ পাই এবং লক্ষ্য করি ২৩৫নং কক্ষের সামনে থেকে ছাত্রীরা দৌড়ে চলে যাচ্ছে। এরপর নিচে নেমে দেখি পুলিশ ছাত্রীদের আটক করে ভ্যানে তুলছে। তখন আমাদের অনুরোধে ৬ জনকে ছেড়ে দেয়া হয় এবং বাকিদের ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে বলে।